ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 129 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৮৫ ● কলকাতা ● ০৭ কার্ত্তিক, ১৪৩২ ● শনিবার ● ২৫ অক্টোবর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

কাকদ্বীপে কালীমূর্তি ভাঙায় ধৃত এক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ডায়মন্ডহারবার: কাকদ্বীপে কালীমূর্তি ভাঙায় গ্রেপ্তার বিজেপি ও সক্রিয় আরএসএস কর্মী! এমনটাই অভিযোগ তৃণমূলের। সেই ব্যক্তি নারায়ণ হালদার পুলিশের কাছে স্বীকারও করেছেন যে মদ্যপ অবস্থায় তিনি এই জঘন্য কাজটি করেছেন। বস্তুত বুধবারই মূর্তি ভাঙার বিষয়টি এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে রাজনৈতিক রং লাগান বিজেপি বিধায়ক বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, মূর্তি ভাঙার ঘটনায় এ পর্যন্ত নারায়ণ হালদার নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই ব্যক্তি পুলিশের কাছে তার অপরাধের কথা স্বীকারও করেছে। ধৃত ব্যক্তি পুলিশকে জানায়, সম্পূর্ণ মদ্যপ অবস্থাতেই সে এই কাজটি করেছে যার জন্য সে অনুতপ্ত। ধৃতকে এদিন কাকদ্বীপ আদালতে তোলা হলে তাঁকে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তদন্ত এখন প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে বলে তিনি জানান।

এরপর ৬ পাতায়

পর্ব 92

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আমরা রাস্তায় চলছি আর অজান্তে আমাদের পায়ের নীচে কোন পিঁপড়ে এসে মরে গেল তো এরকম অজান্তে হওয়া হিংসা তো বোঝা যায়, কিন্তু জেনেশুনে কাউকে হত্যা করা প্রকৃতি বিরুদ্ধ। প্রকৃতি আমাদের মনুষ্য যোনিতে জন্ম দিয়েছে এবং মানুষের স্বভাব হল- প্রেম করা। আর আমরা হিংসা করে আমাদেরই মূল স্বভাবের বিরুদ্ধে কাজ করছি। এটা মানবতার অধোগতি।

এইজন্য অহিংসার উপর অনেক ধর্মে জোর দেওয়া হয়েছে। কোনও রকমের হিংসা ধর্ম-বিরুদ্ধ, মানবধর্ম বিরুদ্ধ, আর আধ্যাত্মিক প্রগতিতে তো নিজের পায়ে কুড়াল মারার মত।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ, দশম শ্রেণির ছাত্রীর মৃত্যুতে উত্তেজনা ক্যানিংয়ে, নার্সিংহোমের সামনে দেহ রেখে বিক্ষোভ

নুরসেলিম লস্কর, ক্যানিং

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে রুগী মৃত্যু কে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছোড়ালো ক্যানিংয়ে। মৃতদেহ নার্সিংহোমের সামনে রেখে তীব্র বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের সাতমুখী বাজার সংলগ্ন এলাকায়। মৃত ছাত্রীর নাম পিউ সরদার (১৬), সে ক্যানিং দ্বারিকানাথ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক সপ্তাহ আগে অসুস্থ বোধ করলে পিউকে স্থানীয় 'আল-আমিন নার্সিংহোম'-এ ভর্তি করা হয়। ১৮ অক্টোবর তার অ্যাপেন্ডিসাইট অপারেশন হয়। দু'দিন পর তাকে ছুটি দেওয়া হয়। তবে বাড়ি ফেরার পরই ফের অসুস্থ হয়ে পড়ে পিউ। এরপর ২২ অক্টোবর তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার ভোরে তার মৃত্যু হয়। এরপর মৃতদেহ নিয়ে পরিবার নার্সিংহোমের সামনে পৌঁছে বিক্ষোভ শুরু করে। ঘণ্টাদুয়েক ধরে চলে অবরোধ, ফলে ক্যানিং-হেড়োভাঙ্গা রোডে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে ক্যানিং থানার আইসি সুশোভন সরকারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে উপস্থিত হন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাসও। তিনি মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তদন্তের আশ্বাস দেন।

অন্যদিকে পুলিশ নার্সিংহোমের মালিক সাহাজাদ হোসেন মোল্লাকে আটক করেছে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, নার্সিংহোমে হাতুড়ে ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে মোটা টাকা নেওয়া হয়, যার ফলে পিউ-র মৃত্যু হয়েছে। তারা দাবি তুলেছে, নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা ও বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হোক। বিধায়ক জানিয়েছেন, "ঘটনার পূর্ণ তদন্ত করে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

৪২ বছর পর 'নেলি গণহত্যা'র রিপোর্ট পেশ করবে অসম সরকার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

১৯৮৩ সালে অসমের নেলি গণহত্যার রিপোর্ট পেশ করতে চলেছে অসম সরকার। অসমের মাটি থেকে বাঙালিদের তাড়াতে ৮০-র দশকে ফুঁসে উঠেছিল অসমের বাসিন্দারা। বাঙালি অধ্যুষিত নেলি-সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে অভিযান চালিয়ে একরাতে ২০০০ থেকে ৩০০০ বাঙালিকে হত্যা করেছিল দুষ্কৃতীরা।এরপরই ১৯৮৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি রাতের অন্ধকারে হামলা চালায় আততায়ীরা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দুই থেকে তিন হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। যার বেশিরভাগই ছিল নারী ও শিশু। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ অনেককে গ্রেপ্তার করে ঠিকই কিন্তু বিচার হয়নি। এরপর অসমের

এরপর ৩ পাতায়

রক্ষাকবচ প্রত্যাহার হতেই বিস্ফোরক সজল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একদিকে তৃণমূলকে কটাক্ষ, অন্যদিকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর বেঞ্চের দেওয়া নির্দেশের বিরুদ্ধে পাল্টা চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিত। সজল ঘোষের মন্তব্যে দেখা গেল দুই ক্ষেত্রই। শুক্রবার আদালতে বড় অস্বস্তির সম্মুখীন হয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। গত বছর চারেক ধরে থাকা 'কবচকুণ্ডল' হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে তাঁর।শুভেন্দু রক্ষাকবচ প্রত্যাহারের নির্দেশের পরেই চড়েছে রাজনীতি। আদালতের নির্দেশ ঘিরে তৃণমূলের দিকেই তির ছুড়ে দিচ্ছে গেরুয়া শিবির। এদিন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, 'তৃণমূল সুযোগ পেল। আজ ২৯৪টা বিধানসভা, ৪২টা লোকসভা কেন্দ্র ও ৮০ হাজার বুথ, সব জায়গা থেকে শুভেন্দু বাবুর বিরুদ্ধে এফআইআর করে দিন। আগামিকাল থেকে আবার করতে পারবেন কিনা সন্দেহ রয়েছে।' অন্যদিকে এসব ঘটনায় বিজেপি ভয় পায় না বলেই দাবি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের। তিনি বললেন, 'এসব ধাক্কা-টাক্কা কোনও ব্যাপার নয়। এফআইআর করবে, করুক। এসব আমরা অনেক সহ্য করেছি। জেলে যেতে হলে সবাই যাব, শুভেন্দুদা একা

এরপর ৪ পাতায়

(২ পাতার পর)

৪২ বছর পর 'নেলি গণহত্যা'র রিপোর্ট পেশ করবে অসম সরকার

মানুষের বিক্ষোভের জেরে ক্ষমতায় আসা পরবর্তী সরকার নেলি গণহত্যার যাবতীয় মামলাগুলি প্রত্যাহার করে।৪২ বছর পর অবশেষে সেই গণহত্যার রিপোর্ট পেশ হতে চলেছে অসম বিধানসভায়। জানা যাচ্ছে, নভেম্বর মাসে নারকীয় সেই হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে ত্রিভুবন প্রসাদ তিওয়ারি কমিশনের রিপোর্ট পেশ করবে সরকার।

'নেলি গণহত্যা'র রিপোর্ট প্রসঙ্গে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, "এই রিপোর্ট অনেক আগেই প্রস্তুত করা হয়েছিল। তবে রিপোর্টের কপিতে তিওয়ারির সাক্ষর না থাকায় আগের সরকার এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। আগের সরকার এই রিপোর্ট নিয়ে সন্ধিহান ছিল। তবে আমরা রিপোর্ট তৈরির সঙ্গে জড়িত সরকারি আধিকারিক ও কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছি। রিপোর্টের ফরেনসিক পরীক্ষাও করা হয়েছে। তারপর নিশ্চিত হয়েছি রিপোর্টটি আসল।" মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "এই বিষয়ে একটি সাহসী পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল। এই রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করা উচিত কারণ এটি আমাদের ইতিহাসের অংশ। এই রিপোর্টের মাধ্যমে মানুষ জানতে পারবে, সেই সময় ঠিক কী ঘটেছিল।"

উল্লেখ্য, অসমের ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায় ১৯৮৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি নেলি গণহত্যা। ইতিহাস বলে, আহম রাজবংশের পর ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে আসে অসম। সেই সময় বাংলা ও বিহার থেকে চা শ্রমিকদের এনে এখানে নিয়োগ করেছিল ব্রিটিশরা। অসম সীমান্তবর্তী বাংলাদেশ থেকেও প্রচুর মানুষ এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁরা ভোটাধিকারও পান। ৮০-র দশকে এই বাঙালিদের রাজ্যছাড়া করতে শুরু হয় আন্দোলন। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল অল অসম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (AASU)। দাবি ছিল, এই বাঙালিদের অসমের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। এই দাবিতে নির্বাচন বয়কট করে AASU। এরপরও নওগাঁও জেলার নেলি-সহ মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামগুলি ভোটাধিকার প্রয়োগ করে।

(১ম পাতার পর)

কাকদ্বীপে কালীমূর্তি ভাঙায় ধৃত এক

মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার বলেন, সারা বাংলায় যেভাবে মিথ্যে প্রচার করে বিজেপি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে কাকদ্বীপেও সেই একই চেষ্টা হয়েছিল। বিজেপির অভিসন্ধি ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর।কিন্তু ২৪ ঘণ্টা পেরতে না পেরতেই বিজেপির পক্ষে বিষয়টি বুমেরাং হয়ে ফিরল।

স্বাভাবিকভাবেই বিজেপির 'সাম্প্রদায়িক বিষ' ছড়ানোর পরিকল্পনাকে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি আক্রমণ করে বলেন, "ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। বিজেপি এটায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রং চড়াল। শেষে দেখা গেল বিজেপির যুব মোর্চার নারায়ণ হালদার নামে একজন। এই ঘটনা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় সে ঘটিয়েছে নাকি ঘটানো হয়েছে সেটা দেখা হবে। বিজেপির তরফে কেউ এ জিনিস ঘটিয়েছে কি না সেটাও দেখতে হবে।"

মঙ্গলবার গভীর রাতে কাকদ্বীপের হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানার সূর্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর চন্দননগর নস্করপাড়ায় কালীমূর্তি ভাঙাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে দ্রুত পুলিশ যায়। কমিটির কর্তারা পুলিশকে জানান, ভাসানের পর তাঁরা লিখিত অভিযোগ জানাবেন ও তারপরই যেন দ্রুত দোষীকে ধরা হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই অন্যান্য গ্রাম থেকে প্রচুর অবাঞ্ছিত বহিরাগত লোক সেখানে ঢুকে পড়ে এবং ক্ষতিগ্রস্ত কালীমূর্তি ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর রেখে রাস্তা অবরোধ করে। স্থানীয় সূত্রে খবর, অবরোধে যুক্ত ছিলেন বিজেপির সমর্থক ও কর্মীরা। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপিই পরিকল্পনা করে গোটা কাণ্ডটি ঘটিয়ে গ্রামের মানুষকে জড়ো করে পথ অবরোধ করে। উদ্দেশ্য ছিল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর ও এলাকার শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করা। পথচলতি বহু সাধারণ মানুষ, যানবাহন এমনকী অ্যাম্বুল্যান্সও অবরোধের জেরে আটকে পড়ে। অবরোধকারীদের হাতে ছিল লাঠি এবং ইটপাটকেল। অবরোধ তুলতে এসে পুলিশকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। পুলিশকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয় ইটপাটকেল। একজন পুলিশকর্মী আহতও হন। পুলিশের বক্তব্য, "তখন কালীমায়ের সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষাকেই আমরা সবচেয়ে প্রাধান্য দিই। দ্রুত অ্যাকশন নিয়ে ইটবৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে কালীমূর্তি নিরাপদভাবে প্রিজন ভ্যানে তুলে নেওয়া হয়। কারণ, সেই সময় অন্য কোনও সুরক্ষিত গাড়ি আশপাশে ছিল না। আমরা যা করেছি, মা কালীর সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষা করে শান্তি বজায় রাখার জন্য করেছি। এই নিয়ে অযথা বিভ্রান্তি ছড়াবেন না। গুজবে কান দেবেন না।"

ভাঙড়ে অবৈধ নির্মাণ রুখতে গিয়ে হামলার মুখে পুলিশ কর্মীরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অবৈধ নির্মাণ আটকাতে হামলার মুখে পুলিশকর্মীরা। অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজন মহিলা তদন্তকারী অফিসারদের কামড়ে দেন বলেও অভিযোগ। বৃহস্পতিবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙড়ের উত্তর কাশীপুর থানার দক্ষিণ বামুনিয়া এলাকায়। ইতিমধ্যে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন, 'সরকারি জমি দখল করে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগে তদন্তে গিয়েছিলেন আমাদের কর্মীরা। তাঁদের উপর হামলার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। অভিযুক্তদের শনাক্ত করে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে পুলিশবাহিনী।'পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সরকারি রাস্তার ধারে পূর্ত দপ্তরের জমি দখল করে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ ওঠে স্থানীয়দের একাংশের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগের তদন্তে বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাস্থলে যান সাব-ইন্সপেক্টর মনজুর আলম মণ্ডল ও কনস্টেবল রবি রায়। পুলিশ সূত্রের দাবি, নির্মাণ কাজ বন্ধের নির্দেশ দিতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ওই সময় কয়েকজন মহিলা পুলিশকর্মীদের ঘিরে ধরে কামড়ে দেন বলে অভিযোগ। এরপর বাঁশ, লাঠি ও ইট নিয়ে চড়াও হন অভিযুক্তরা।

ওই খবর যায় উত্তর কাশীপুর থানায়। উত্ত

সম্পাদকীয়

কল্যাণীতে ভবঘুরের ব্যাগে মিলল শয়ে শয়ে ভোটার কার্ড

বিপুল সংখ্যায় ভোটার কার্ড উদ্ধার হল নদিয়ার কল্যাণীতে! ভবঘুরের ব্যাগ থেকে শয়ে শয়ে ওই ভোটার কার্ড পাওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় আটক ওই সন্দেহভাজন যুবক। ওই ভোটার কার্ডগুলি কি জাল নাকি আসল? সেই প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনা ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।কতটা সত্য বলছেন ওই যুবক? কার্ডগুলি কি আসল নাকি ভুয়ো? সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভোটার কার্ড কল্যাণীর রাস্তার পাশে কি করে এল? কারা রাখল? কেনই বা ঘাসের স্তূপ দিয়ে ঢাকা দেওয়া ছিল? সেসব প্রশ্নও উঠেছে। কল্যাণী মহকুমাশাসকের দপ্তরেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। এদিকে ঘটনা নিয়ে শাসক-বিরোধী রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। শাসকদলের বিরুদ্ধে রীতিমতো সুর চড়িয়েছেন কল্যাণী বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অম্বিকা রায়। অন্যদিকে বিজেপিকেই পাল্টা আক্রমণ করেছেন কল্যাণী শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিপ্লব দে।জানা গিয়েছে, এদিন কল্যাণী পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝেরচরে সন্দেহভাজন এক ভবঘুরে যুবককে ঘুরতে দেখা গিয়েছিল। স্থানীয় দুই যুবকের তাঁকে দেখে সন্দেহ হয়। ওই যুবককে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সন্দেহ আরও দানা বাধে! এরপরই সঙ্গে থাকা ব্যাগ একপ্রকার জোর করে খুলতেই বেরিয়ে পরে প্রচুর সংখ্যায় ভোটার কার্ড। জানা গিয়েছে, একশোর উপর কার্ড উদ্ধার হয়েছে। সেগুলির মধ্যে আবার তিনটি অসমের ভোটার কার্ডও রয়েছে!

এরপরই খবর দেওয়া হয় কল্যাণী থানায়। পুলিশ ওই ভোটার কার্ড-সহ যুবককে থানায় নিয়ে যায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, ওই যুবকের নাম উত্তম প্রসাদ। হুগলির হিন্দমোটর এলাকার বাসিন্দা। ওই যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। জেরায় পুলিশকে ওই যুবক জানিয়েছেন, কল্যাণী সীমান্তে তাঁর দিদির বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। রাস্তার ধারে এদিন দুটি ভোটার কার্ড তিনি পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। পাশেই একটি ঘাসের স্তূপ ছিল। পা দিয়ে ওই স্তূপ সরাতেই ওইসব ভোটার কার্ড বেরিয়ে পড়ে। সবকটি ভোটার কার্ডই নিতান্ত কৌতুহলবশত তুলে ব্যাগে ভরে নিয়েছিলেন উত্তম! পরে মাঝেরচর এলাকায় যেতেই সন্দেহের বশে ওই দুই যুবক তাঁকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে শিব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চোদ্দতম পর্ব)

কারিগর হলেন দেবাদিদেব মহাদেব। তবে ইতিহাস আজো আমাদের অজানা। ইতিহাস যে চিরন্তন সত্য কথা বলে, সে কথা অস্বীকার করার মতো কেউ নেই। বেদে উল্লেখ পাওয়া যায়, যখন এই পৃথিবীতে বসবাস করা কোনও মানুষেরই মৃত্যু হত না। ফলে একটা সময়ে গিয়ে সারা পৃথিবীর খবার শেষ হতে শুরু করেছিল। সে সময়ই যম রাজ প্রথম মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয় ঘটালো মানুষের। কারণ এমন পরিস্থিতি হয়ে গিয়েছিল যে জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে ভারসাম্য ফিরে আসাটা খুব

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

রক্ষাকবচ প্রত্যাহার হতেই বিস্ফোরক সজল

যাবেন কেন?' এই 'রক্ষাকবচ' ইস্যুতে শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, 'রাজ্যে বিরোধী দলনেতার যে বক্তব্য, তা কিন্তু মান্যতা পেয়েছে। একাধিক মামলা খারিজ হয়েছে। আর যে মামলাগুলির তদন্তে রাজ্য পুলিশের উপর হাইকোর্ট ভরসা রাখতে পারেনি, সেখানে সিবিআইকে যুক্ত করেছে।'২০২১ সালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নির্দেশে 'রক্ষাকবচ' পেয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যার জেরে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর করার আগে আদালতের অনুমোদন নিতে হত অভিযোগকারীদের। কিন্তু এবার বিচারপতি মান্থার দেওয়া সেই 'রক্ষাকবচ' সরিয়ে নিলেন বিচারপতি সেনগুপ্ত। শুক্রবার একটি মামলার শুনানিপর্বে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ, প্রত্যাহার করা হল শুভেন্দু অধিকারীর 'রক্ষাকবচ'। পাশাপাশি, তাঁর বিরুদ্ধে মানিকতলা-সহ চারটি মামলায় সিবিআই ও রাজ্য পুলিশের যুগ্ম সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

"বেলুচিস্তানের কুল্লি ঢিপিতে আবিষ্কৃত এ-জাতীয় মূর্তির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে স্টেন মন্তব্য করেছেন, this strikingly confirms the view previously advanced that these figures represent a divinity of fertility, the 'mother-goddess' of many eastern cults।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাংলায় মোট ১৮৩ জন-কে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর ২০২৫

আজ দেশে ৪০-টি স্থানে ১৭-তম রোজগার মেলা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ৫১,০০০-এর বেশি যুবক-যুবতী তাদের সরকারি নিয়োগপত্র গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডা. জিতেন্দ্র সিংহ। কলকাতায় অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয় শিয়ালদহ-এর বি. সি. রায় অডিটোরিয়ামে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কেন্দ্রীয় বন্দর , নৌপরিবহন ও জলপথ প্রতিমন্ত্রী শ্রী শান্তনু ঠাকুর, মোট ২৫-জন নতুন নিয়োগপ্রাপ্তকে সরাসরি নিয়োগপত্র বিতরণ করেন। সমগ্র বাংলায় মোট ১৮৩-জন যুবক-যুবতী বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরে নিয়োগপত্র পান।

রোজগার মেলার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, এ পর্যন্ত ১১ লক্ষের বেশি নিয়োগপত্র দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত রোজগার মেলার মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে। তিনি পুনর্ব্যক্ত করে বলেন যে, বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা-র আওতায় সরকার দেশের ৩.৫ কোটি যুবক-যুবতীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করতে চায়। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, স্কিল ইন্ডিয়া মিশন এবং ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস পোর্টাল-এর মতো উদ্যোগ লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য নতুন কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা উন্নয়নের পথ খুলেছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডা. জিতেন্দ্র সিংহ বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গত দশকে ভারতে কর্মসংস্থান একটি চমকপ্রদ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষভাবে, তিনি ভারতীয় রেলে নিয়োগ বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যা এই ক্ষেত্রের দ্রুত উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের প্রতিফলন।

কলকাতার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী শান্তনু ঠাকুর নবনিযুক্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, রোজগার মেলা প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন, যেখানে যুবক-যুবতী দেশের অগ্রগতির মেরুদণ্ড গঠন করতে সাহায্য করেন। তিনি বলেন, এই ধরনের উদ্যোগ শুধুমাত্র কর্মসংস্থান প্রদান নয়, যুবক-যুবতীদের-ও দেশ গঠনে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখার ক্ষমতা প্রদান করে।

নিয়োগপত্র বিতরণের পর, অনেক নতুন নিয়োগপত্র প্রাপক তাদের উচ্ছ্বাস ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এদের মধ্যে একজন নবনিযুক্ত বলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে এই সুযোগের জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমি গর্বিত এই কল্পনা করে যে, আমি বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর মিশনের অংশ হতে পেরেছি। এই সুযোগ আমাকে এবং আমার পরিবারকে প্রকৃতই আত্মনির্ভর হতে সাহায্য করবে।"

কলকাতার মেট্রো রেল প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে 'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হল

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর, ২০২৫

আজ মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে 'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপের নতুন সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে যাত্রীরা এখন অনলাইনে ছাড়যুক্ত মূল্যে টিকিট কাটতে পারবেন এবং লম্বা লাইনে দাঁড়ানোর ঝামেলা এড়াতে পারবেন।

এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেট্রো রেলের মহাব্যবস্থাপক শ্রী শুভ্রাংশু শেখর মিশ্র জানান, ১৯৮৪ সালে ৩.৪ কিমি দীর্ঘ এসপ্লানেড থেকে ভবানীপুরের মধ্যে চলাচল দিয়ে যাত্রা শুরু করা দেশের প্রাচীনতম মেট্রো পরিষেবা বর্তমানে পাঁচটি রঙে চিহ্নিত লাইনে ৫৮টি স্টেশনে সেবা দিচ্ছে। এগুলির মোট

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

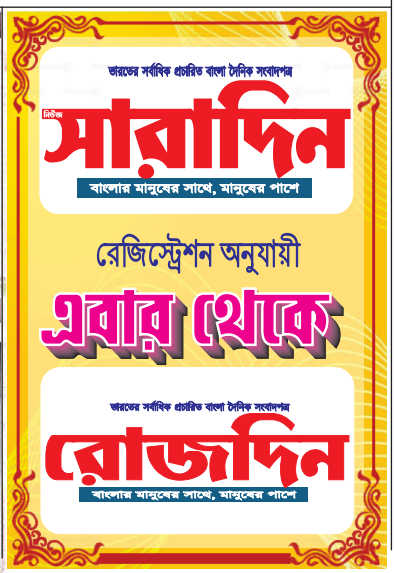

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

রোজগার মেলায় ভাষণ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে রোজগার মেলায় ভাষণ দেন। তিনি বলেন, এবছর আলোর উৎসব দীপাবলি প্রত্যেকের জীবনকে নতুনভাবে আলোকিত করেছে। উৎসব উদযাপনের মধ্যেই স্থায়ী নিয়োগপত্র পাওয়া আনন্দকে নতুন মাত্রা দিয়েছে যা উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি, কর্মসংস্থান সাফল্যকে উপভোগেরও। শ্রী মোদী বলেন, আজ দেশের ৫১ হাজারেরও বেশি যুবক-যুবতী এই আনন্দ লাভ করলেন। তাদের পরিবারের কাছে এটি এক বিরাট আনন্দের পরিপূরক জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী সমস্ত চাকুরিপ্রাপক ও তাদের পরিবারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাদের জীবনে এই নতুন অধ্যায়ের সাফল্য কামনা করেছেন তিনি।

চাকরিতে নবনিযুক্ত যুবক-যুবতীদের স্বপ্নপূরণে তাদের উৎসাহ, দক্ষতা, কঠোর পরিশ্রম এবং যে আত্মবিশ্বাসের জন্ম নিয়েছে তার উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, এই উদ্যম দেশসেবায় ভালোবাসা যুক্ত হলে তা ব্যক্তিগত সাফল্যকে ছাপিয়ে গিয়ে দেশের জয়ের শরিক হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, আজকের এই নিয়োগপত্র প্রাপ্তি কেবলমাত্র সরকারি চাকরিকে ঘিরেই নয়, বরং দেশ গঠনের কাজে সক্রিয় যোগদানের এক সুযোগও বটে। তিনি আস্থা ব্যক্ত করে বলেন, নবনিযুক্তরা নিষ্ঠা, সততার সঙ্গে কাজ করে ভবিষ্যতের জন্য উন্নত ব্যবস্থা গড়ে তোলার এক নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবেন। চাকুরি ক্ষেত্রে নবনিযুক্তদের প্রধানমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, 'নাগরিক দেব ভব'-র কথা। যা আত্মত্যাগ এবং সেবার উদ্যমকে কাজের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরে।

তিনি বলেন, বিগত ১১ বছর ধরে উন্নত ভারত গড়ে তোলার সংকল্প নিয়ে দেশ এগিয়ে চলেছে। এই যাত্রাপথে যুব সম্প্রদায় অনন্য ভূমিকা পালন করছেন। তিনি আর-ও বলেন, যুবদের সশক্তিকরণ তার সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। রোজগার মেলা ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের আকাঙ্খা পূরণে এক শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে এই রোজগার মেলার মাধ্যমে ১১ লক্ষেরও বেশি নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। এই প্রয়াসসমূহ কেবলমাত্র সরকারি কাজের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, সাড়ে ৩ কোটি যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার 'পিএম বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা' চালু করেছে। তিনি আরও বলেন, স্কিল ইন্ডিয়া মিশনের মতো উদ্যোগ যেমন, যুব সম্প্রদায়কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিচ্ছে সেইসঙ্গে নতুন সম্ভাবনার ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিসের মতন মঞ্চেও তাদেরকে যুক্ত করছে। তিনি বলেন, এই মঞ্চের মাধ্যমে যুব সম্প্রদায়ের কাছে ইতোমধ্যেই ৭ কোটিরও বেশি শূণ্যপদের তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী 'প্রতিভা সেতু পোর্টাল'-এর মতন এক বড় উদ্যোগের ঘোষণা করেন যা ইউপিএসসি-তে যেসব প্রার্থীরা চূড়ান্ত তালিকায় পৌঁছেছেন অথচ নির্বাচিত হননি তাদের দিকে তাকিয়ে। তিনি বলেন, তাঁদের প্রয়াস ব্যর্থ হবে না। সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা উভয়েই এই পোর্টাল মারফত মেধাবি তরুণ-তরুণীকে কাজে যুক্ত করছে। যুব শক্তির এই সর্বোত্তম ব্যবহার বিশ্বের কাছে ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের সম্ভাবনাকে তুলে ধরবে।

জিএসটি বাঁচত উৎসবের মধ্যে দিয়ে উৎসবের মরশুম সমৃদ্ধ হয়েছে। দেশজুড়ে জিএসটি হারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। সংস্কারের এই প্রভাব ক্রেতাদের সঞ্চয়ের অতিরিক্ত পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার হিসেবে কর্মসংস্থানের সুযোগকে প্রসারিত করছে। প্রাত্যহিক ব্যবহারিক দ্রব্য সামগ্রী সস্তা হলে চাহিদা বাড়ে। বর্ধিত চাহিদাই উৎপাদন এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের প্রসার ঘটায়। কারখানাগুলোকে বর্ধিত উৎপাদন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, ফলে জিএসটি বাঁচত উৎসব এক কর্মসংস্থানের উৎসবে রূপান্তরিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ধনতেরাস এবং দীপাবলিতে রেকর্ড সৃষ্টিকারী বিক্রি পুরোনোকে ছাপিয়ে গিয়ে নতুন রেকর্ড গড়েছে। দেশের অর্থনীতিতে জিএসটি সংস্কার নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটিয়েছে। তিনি বলেন, এইসব সংস্কারের সদর্থক প্রভাব পড়েছে এমএসএমই ক্ষেত্র এবং খুচরো ব্যবসায়। ফলে, তা নির্মাণ, লজিস্টিকস, প্যাকেজিং এবং বন্টনক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ গড়ে তুলেছে।

শ্রী মোদী বলেন, ভারত বর্তমানে বিশ্বের সর্বাধিক তারুণ্যের দেশ বলে পরিগণিত। ভারতের এই যুবশক্তি অন্যতম সর্বোত্তম শক্তি। তিনি বলেন, এই বিশ্বাস এবং আস্থাই বৈদেশিক নীতি সহ সমস্ত ক্ষেত্রে দেশের অগ্রগতিতে পথ দেখাবে। এই বৈদেশিক নীতি এখন তরুণ ভারতীয়দের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে গড়ে তোলা হচ্ছে। তিনি বলেন, ভারতের কূটনৈতিক আলোচনা এবং বিশ্বের নানা দেশের সঙ্গে সমঝোতা স্বাক্ষরে যুব সম্প্রদায়ের প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বিকাশ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে যুক্ত করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ব্রিটেন সফরে উভয় দেশই কৃত্রিম মেধা, ফিনটেক এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রসারে সম্মত হয়েছে। ভারত এবং ব্রিটেনের মধ্যে কয়েকমাস আগে স্বাক্ষরিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নতুন সম্ভাবনার দরজাকে খুলে দেবে। অনুরূপভাবেই নানা ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে বিনিয়োগ সহযোগিতা হাজার হাজার নতুন কাজের সুযোগ তৈরি করবে বলে মনে করা হচ্ছে। শ্রী মোদী বলেন, ব্রাজিল, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া এবং কানাডার মতো দেশগুলির সঙ্গে চুক্তি বিনিয়োগের প্রসার ঘটাবে, স্টার্টআপ এবং এমএসএমই গুলিকে সহায়তা জোগাবে এবং বৈশ্বিক ক্ষেত্রে যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ যে সাফল্য ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, কর্মক্ষেত্রে নতুন নিযুক্তির মধ্যে আগামীদিনে উল্লেখযোগ্য অবদানকে প্রত্যক্ষ করবে। উন্নত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যপথে তাকে এক নিরন্তর প্রয়াস হিসেবে আখ্যায়িত করেন তিনি। তরুণ কর্মযোগীরা এই সংকল্পকে বাস্তব রূপ দেবে বলে অভিমত প্রকাশ করেন, প্রধানমন্ত্রী। এই যাত্রাপথে 'i-Got Karmayogi Bharat Platform'-এর উপযোগিতাকে তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রায় দেড় কোটি সরকারি কর্মচারি এর মাধ্যমে ইতিমধ্যেই নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেছেন। নবনিযুক্তদেরও এই মঞ্চে যোগদানের জন্য উৎসাহ দেন তিনি। এটি তাদের মধ্যে নব কর্মসংস্কৃতি এবং সুশাসনের স্পৃহা গড়ে তুলবে। শ্রী মোদী তাঁর ভাষণ শেষে বলেন, তাদের এই প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে ভারতের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে এবং দেশবাসীর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। সকল নবনিযুক্তকে তিনি আরও একবার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

(৫ পাতার পর)

কলকাতার মেট্রো রেল প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে 'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হল

দৈর্ঘ্য ৭৩.৪২ কিমি। আগামী দিনে এই ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারিত হবে এবং যাত্রীরা উপকৃত হবেন বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্রী আশোক বিশ্বনাথন এবং কলকাতা মেট্রো রেলের চিফ অপারেশনস ম্যানেজার শ্রী সাত্যকি নাথও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। দুই বিশিষ্ট অতিথিই কলকাতার দ্রুততম, পরিচ্ছন্নতম ও সাশ্রয়ী গণপরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে মেট্রোর গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে গঙ্গা স্তোত্রের সংস্কৃত পাঠ এবং একটি জাদু প্রদর্শনীও পরিবেশিত হয়।

সিনেমার খবর

সেরা অভিনেতার পুরস্কার ঐশ্বরিয়াকে উৎসর্গ করলেন অভিষেক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের বিচ্ছেদের গুঞ্জন নিয়ে গত কিছুদিন ধরে নানা আলোচনা চলছিল। তবে সব গুজব সরিয়ে রেখে, এক আবেগঘন মুহূর্তে স্ত্রীকে সম্মান জানিয়ে আবারও সম্পর্কের দৃঢ়তা প্রকাশ করলেন অভিষেক।

সম্প্রতি ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডসে অভিষেক বচ্চন তার অভিনয় ক্যারিয়ারের প্রথম 'সেরা অভিনেতা' পুরস্কার অর্জন করেছেন। আর সেই পুরস্কার তিনি উৎসর্গ করেছেন স্ত্রী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ও মেয়ে আরাধ্যাকে।

পুরস্কার হাতে নিয়ে অভিষেক বলেন,"গত ২৫ বছর ধরে এই পুরস্কারের স্বপ্ন দেখেছি। আজ তা বাস্তবে পরিণত হলো। আমার চেয়েও বেশি খুশি আমার পরিবার। এই সম্মান আমি উৎসর্গ করছি ঐশ্বরিয়া ও আরাধ্যাকে। তোমাদের ত্যাগ, ভালোবাসা আর সমর্থন ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না।"

তিনি আরও যোগ করেন,"আশা করি, এই পুরস্কারের মধ্য দিয়ে তোমরা নিজেদের আত্মত্যাগের সার্থকতা খুঁজে পাবে। তোমরা না থাকলে আমি আজ এখানে দাঁড়াতে পারতাম না।"

পরিচালক সুজিত সরকারের পরিচালনায় 'আই ওয়ান্ট টু টক' ছবিতে অভিনয়ের জন্যই অভিষেক পেয়েছেন এই পুরস্কার। ছবিটিতে এক অসুস্থ বাবার সঙ্গে মেয়ের সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের গল্পকে দারুণভাবে তুলে ধরেছেন তিনি। তার সংবেদনশীল অভিনয় দর্শকদের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে।

অভিষেক বলেন,"যারা আমাকে ২৫ বছর ধরে সুযোগ দিয়েছেন, আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছেন সব পরিচালক ও প্রযোজকদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা। এই সম্মান তাঁদেরও।"

ফুসফুস ক্যান্সার থেকে যেভাবে সেরে ওঠেন শর্মিলা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সালটি ছিল ২০২৩। সে সময় প্রথমবার নিজের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার কথা প্রকাশ্যে আনেন ভারতের কিংবদন্তি অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর। তার ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার খবরে পরিবার যেমন ভেঙে পরেছিল তেমনি হতবাক হয়েছিল ভক্তরা। তবে সৌভাগ্যবশত সেই মরণব্যাধি থেকে বেঁচে যান তিনি।

সাম্প্রতি নায়নদীপ রক্ষিতকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সোহা বলেন, 'আমার সবচেয়ে বড় ভয় হলো প্রিয়জনদের অকাল মৃত্যু। জীবনের অন্য সব সমস্যা সামলানো যায় কিন্তু প্রিয়জনদের হারানোর ভাবনাটা আমাকে সবসময়ই তাড়িয়ে বেড়ায়।'

এই ভয়টি এসেছে তার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে, যখন তার মা শর্মিলা ঠাকুরের ফুসফুস ক্যান্সার ধরা পড়ে। তবে সৌভাগ্যবশত সেটি ছিল 'স্টেজ-জিরো', অর্থাৎ একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল রোগটি। যদিও এই বিষয়টি নিয়ে আগেও কথা বলেছে শর্মিলা ঠাকুরের পরিবার।

সোহার কথায়, 'মার ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার সময়টা আমার পরিবারে অনেক ক্ষতি হয়েছে। আমি এবং আমরা সকলেই সেসময় খুবই টেনশনের মধ্যে দিয়ে কাটিয়েছি। মনে হচ্ছিল পরিবারটা আবার ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু ফুসফুস ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো প্রতিরোধ ও প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা। ঈশ্বরের কৃপায় সেটা সম্ভব হয়েছিল সময়মত, আর তাই আজ মা একদম ভালো আছেন।'

তিনি বলেন, 'আমার মা তাদের মধ্যে একজন, যাদের প্রাথমিক অবস্থায় ফুসফুস ক্যান্সার ধরা পড়ে। তার চিকিৎসায় কোনো কেমোথেরাপি লাগেনি। শুধু অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সেটা কেটে ফেলা হয়। এখন তিনি পুরোপুরি সুস্থ।'

চিকিৎসকরা বলছেন, স্টেজ-জিরো ফুসফুস ক্যান্সার খুবই বিরল। এই অবস্থায় অস্বাভাবিক কোষগুলো শুধু ফুসফুসের ভেতরের আস্তরণে থাকে এবং শরীরের অন্য কোথাও ছড়ায় না। তাই দ্রুত শনাক্ত হলে চিকিৎসা তুলনামূলক সহজ এবং সফলতার হারও বেশি।

সোহা আলি খানের পরিবারে ফুসফুসজনিত অসুস্থতার ইতিহাস রয়েছে। তার বাবা, কিংবদন্তি ক্রিকেটার মানসুর আলি খান পতৌদি ২০১১ সালে তীব্র ফুসফুস সংক্রমণ ও শ্বাসকষ্টে মারা যান।

প্রিয়াংকার সঙ্গে চুম্বনকাণ্ড নিয়ে বিতর্ক, ১৫ বছর পর মুখ খুললেন আন্নু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে যেমন আলোচিত বিশ্বের কাছে, তেমনি রয়েছে অনেক বিতর্কের জায়গা। ঠিক তেমনই একটি ঘটনা ছিল প্রিয়াংকা চোপড়া এবং অভিনেতা আন্নু কাপুরের 'সাত খুন মাফ' সিনেমাকে কেন্দ্র করে একটি ঘটনা। ১৫ বছর পর সেই ঘটনার ব্যাখ্যা দিলেন আন্নু।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, 'সাত খুন মাফ' সিনেমা প্রচার অনুষ্ঠানে আন্নু কাপুর বলেন, প্রিয়াংকা তাকে স্ক্রিনে চুমু দিতে অস্বীকৃতি জানান। কারণ, তিনি সুন্দর নন। তার এই মন্তব্য সংবাদমাধ্যমসহ সবখানে বিতর্কের জন্ম দেয়। প্রিয়াংকা সেই বিতর্ককে 'বিরক্তিকর ও অপ্রয়োজনীয়' কথা বলে উল্লেখ করেন।

১৫ বছর আগের সেই ঘটনা সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট করেছেন আন্নু কাপুর। তিনি বলেন, আইতরাজ সিনেমার সময় আমি প্রিয়াংকাকে 'বেটি' বলে সম্বোধন করতাম। তার বাবা আশোক চোপড়ার সঙ্গেও আমার ভালো সম্পর্ক ছিল। এরপর যখন বিশাল ভরদ্বাজ আমাকে '৭ খুন মাফ' সিনেমায় একটি অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় করতে বললেন, আমি বুঝতে পারলাম প্রিয়াংকা অস্বস্তিতে থাকবেন। তখনই আমি বিশালকে অনুরোধ করি সেই দৃশ্য যেন তিনি ছেটে ফেলেন।

আন্নু আরও বলেন, আমি তার (প্রিয়াংকা) সঙ্গে আমার মেয়ের মত আচরণ করেছি। সেটে কোনো বাজে দৃশ্য পূরণ করা আমার দায়িত্ব নয়। আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল প্রিয়ংকা যেন স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারে। বিশাল প্রথমে দৃশ্যটি রাখার পক্ষে ছিলেন কিন্তু পরে প্রিয়ংকার অসুবিধা হবে বলে তা কেটে দেওয়া হয়।

বিতর্ক ও প্রিয়াংকার মন্তব্যের বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন আন্নু কাপুর। তার মতে, সেই সময় প্রিয়াংকার স্বাচ্ছন্দ্য ও অধিকারকে সম্মান করা উচিত ছিল।

আন্নু বলেন, 'প্রিয়াংকা পুরোপুরি ঠিক করেছিল। আমি তার প্রতি কখনো রাগ রাখায়নি। এটি শুধু একটি দৃশ্য বাতিলের গল্প নয় বরং একজন অভিনেতা ও একজন সহকর্মীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের গল্প।'

কোহলির আইপিএল ভবিষ্যৎ ঘিরে জল্পনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ভারতের তারকা ব্যাটার বিরাট কোহলি। এবার গুঞ্জন উঠেছে, আইপিএলকেও বিদায় জানাতে পারেন তিনি। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) সঙ্গে যুক্ত একটি সংস্থার সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করতে রাজি হননি কোহলি। তাতেই তার আইপিএল ভবিষ্যৎ ঘিরে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

কোহলি নিজে এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি। তবে তিনি একাধিক বার নতুন চুক্তির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। ক্রীড়া ওয়েবসাইট 'রেভ স্পোর্টস'-এর প্রতিবেদনে এমনই দাবি করা হয়েছে। ২০২৬ আইপিএলের জন্য বেঙ্গালুরুর সঙ্গে যুক্ত বাণিজ্যিক সংস্থাটির কর্তৃপক্ষ একাধিকবার চুক্তি নবায়নের প্রস্তাব দিয়েছেন কোহলিকে। প্রতি বারই কোহলি অপেক্ষা করতে বলেছেন তাদের। কোহলির বার বার প্রত্যাখ্যান ঘিরেই তৈরি হয়েছে তার অবসরের জল্পনা।

২০২৬ সালের আইপিএলেও সংস্থাটি কোহলিকে তাদের প্রচারের প্রধান মুখ করতে চায়। কিন্তু রাজি হচ্ছেন না ভারতের সাবেক অধিনায়ক। তিনি তার মুখ বেঙ্গালুরুর প্রচারেও আর ব্যবহার করতে দিতে চান না বলে শোনা যাচ্ছে। গত মৌসুমের আগে কোহলিকে অধিনায়ক হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন বেঙ্গালুরু কর্তৃপক্ষ। সেই প্রস্তাবও ফিরিয়ে দেন তিনি। শেষে অধিনায়ক করা হয় রজত পতিদারকে। তার নেতৃত্বেই গতবার প্রথম আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হন কোহলি।

কোহলির ঘনিষ্ঠ মহলসূত্রে জানা গিয়েছে, মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে অনুসরণ করতে চান না কোহলি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ২০১৯ সালে অবসর নেওয়ার পর এখনও ধোনি আইপিএল খেলে চলেছেন। কোহলি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন ২০২৪ সালের বিশ্বকাপ জয়ের পর। গত আইপিএলের সময় বিদায় জানিয়েছেন টেস্ট ক্রিকেটকেও। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের পর দীর্ঘ দিন আইপিএল খেলার বিপক্ষে কোহলি।

গত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর আর ভারতের হয়ে খেলেননি কোহলি। আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের একদিনের সিরিজে আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরবেন তিনি। গত আইপিএলের পর থেকেই পরিবার নিয়ে তিনি লন্ডনে রয়েছেন। তার মধ্যেই তার আইপিএল ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয়েছে জল্পনা।

কেপ ভার্দের ইতিহাস, ৫ লাখ জনসংখ্যার দেশ এখন বিশ্বকাপে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মাত্র ৫ লাখ ২৫ হাজার জনসংখ্যার দেশ কেপ ভার্দে ইতিহাস গড়ে প্রথমবারের মতো জায়গা করে নিল ফিফা বিশ্বকাপের মূল পর্বে। সোমবার রাতে ঘরের মাঠে ইসোয়াতিনিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে আটলান্টিক মহাসাগরের এই দ্বীপরাষ্ট্র।

আইসল্যান্ডের পর দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম জনসংখ্যার দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল 'ব্লু শার্কস' খ্যাত দলটি। এই জয়ে তারা আফ্রিকার ষষ্ঠ দল হিসেবে উত্তর আমেরিকায় অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপে নিজেদের স্থান পাকা করে নিল। বাছাইপর্বে তারা পেছনে ফেলেছে আফ্রিকার অন্যতম পরাশক্তি ক্যামেরুনকে।

প্রাইয়াতে অনুষ্ঠিত ম্যাচে প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে জ্বলে ওঠে স্বাগতিকরা। ৪৮ মিনিটে ডাইলন লিভ্রামেন্তো দলকে এগিয়ে দেওয়ার পর উইলি সেমেদো দুর্দান্ত এক ভলিতে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। সবশেষে, ইনজুরি সময়ে দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার স্টোপিরা।

শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে ১৫ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার ন্যাশনাল স্টেডিয়াম উল্লাসে ফেটে পড়ে। ১৯৭৫ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ২০০২ সাল থেকে বিশ্বকাপের জন্য লড়াই করে আসা দেশটির স্বপ্ন পূরণ হলো অবশেষে।

সাম্প্রতিক সময়ে আফ্রিকা কাপ অব নেশন্সে (আফকন) দারুণ পারফর্ম করে নিজেদের শক্তিমত্তার জানান দিচ্ছিল কেপ ভার্দে। ২০১৩ এবং ২০২৩ সালে দুইবারই তারা টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছিল। সেই ধারাবাহিকতায় এবার তারা পেয়ে গেল নিজেদের ফুটবল ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য।

ব্যর্থতার দায়ে বরখাস্ত সুইডেন কোচ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

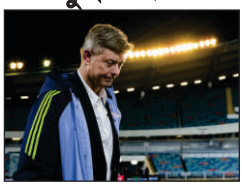

২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে একের পর এক ব্যর্থতার খেসারত দিলেন সুইডেন জাতীয় দলের প্রধান কোচ ইয়ন ডেল টমাসন। ইউরোপ অঞ্চলের বাছাইয়ে বাজে পারফরম্যান্সের কারণে তাকে বরখাস্ত করেছে সুইডেন ফুটবল ফেডারেশন।

১৪ অক্টোবর এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে ৪৯ বছর বয়সী এই ড্যানিশ কোচকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার ঘোষণা দেয় দেশটির ফুটবল কর্তৃপক্ষ।

সর্বশেষ সোমবার ঘরের মাঠে কসোভোর বিপক্ষে ১-০ গোলে হারে সুইডেন। বাছাইয়ে এটি ছিল চার ম্যাচে তাদের তৃতীয় হার। এখন পর্যন্ত মাত্র এক পয়েন্ট অর্জন করে 'বি' গ্রুপের তলানিতে অবস্থান করছে দলটি।

আক্রমণভাগে আলেকসান্দার ইসাক ও ভিক্তর ইয়োকেরেশের মতো তারকা ফরোয়ার্ড থাকলেও গোল খরায় ভুগছে সুইডিশরা। বাছাইপর্ব শুরু করেছিল স্লোভেনিয়ার সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করে। এরপর টানা তিন ম্যাচে হারে তারা। কসোভোর বিপক্ষে দুইবার এবং সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে একবার। এই তিন ম্যাচে একটি মাত্র গোল করতে পেরেছে দলটি।

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে সুইডেন জাতীয় দলের ইতিহাসে প্রথম বিদেশি কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন ডেল টমাসন। তবে কয়েক মাসের মধ্যেই দায়িত্বের ইতি টানলেন ব্যর্থতার দায়ে।

'বি' গ্রুপের শীর্ষে রয়েছে সুইজারল্যান্ড (১০ পয়েন্ট)। ৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় কসোভো এবং ৩ পয়েন্টে তৃতীয় স্থানে স্লোভেনিয়া। সুইডেন রয়েছে চতুর্থ স্থানে মাত্র ১ পয়েন্ট নিয়ে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR